বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ'৯৮

১-৭ই আগষ্ট

মায়ের দুধ খাওয়ানো-শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ

Bangladesh Breastfeeding Foundation and Ministry of Health and Family Welfare

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ পেঙ্গুইন এ্যাডভার্টাইজিং

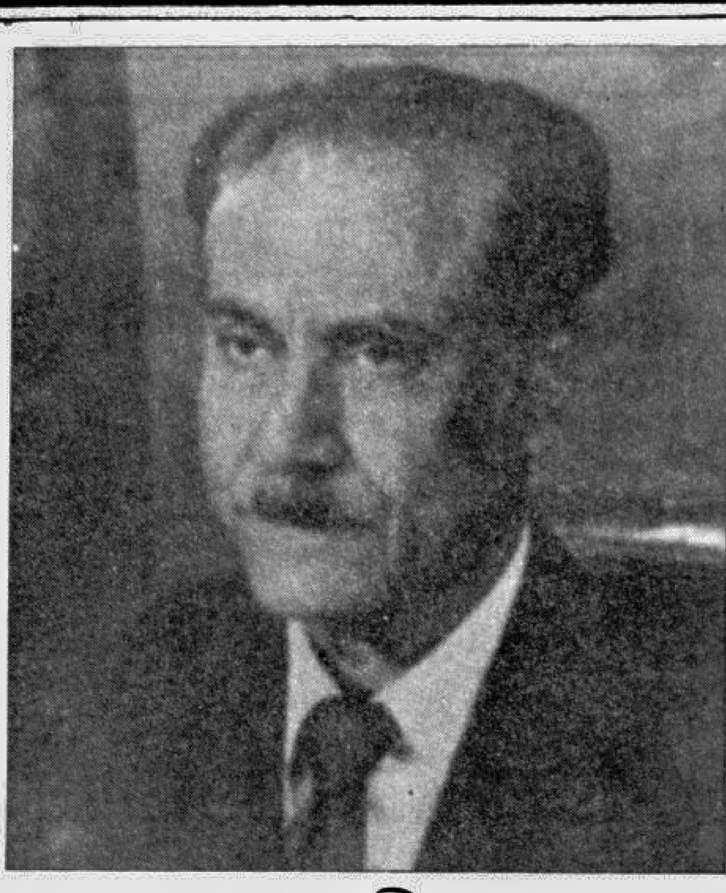

বাণী

মায়ের দুধ, খাওয়ানোর রীতি পুনঃপ্রচলন আজ বিশ্বব্যাপী একটি প্রশংসনীয় প্রয়াস । এই প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই । এ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য 'মায়ের দুধ খাওয়ানো শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ' অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি ।

মায়ের দুধ মা ও শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষার মৌলিক উপাদান । প্রকৃতির দান মাতৃদুগ্ধ শিশুর জন্য অপরিহার্য খাদ্য । শিশুর সুষ্ঠু দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য মাতৃদুগ্ধ অত্যন্ত কল্যাণকর । এ ব্যাপারে সকলের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন । কৃত্রিম শিশুখাদ্য বিপণন (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন ও জাতীয় প্রচার মাধ্যমে কৃত্রিম শিশু খাদ্যের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করে সরকার ইতিমধ্যে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা প্রশংসিত হয়েছে ।

আমি 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ' - এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি ।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

BREASTFEEDING : The Best Investment

Professor M. Q. K. Talukder
Chairperson, Bangladesh Breastfeeding Foundation &
Director, Institute of Child and Mother Health, Dhaka

Al-Quran, Sura Baqara Ayat-233

"The mothers shall give suck to their offspring for two whole years, if they desire to complete the term of breastfeeding.

Why breastfeeding is important?

Mother's milk is a divine blessing for mankind. Breastfeeding is the gold standard of infant feeding and is crucial for child nutrition, survival and development. The important public health programmes which have been undertaken to reduce morbidity and motility and to promote child health in the country are immunisation, control of diariahoeal disease, respiratory infections, family planning and control of micronutrient deficiencies. Breasfeeding makes significant contribution to the success of each one of these programmes. Breastfeeding is the first immunisation a newborn receives because of the unique immune properties of colostrum. The immune response to vaccines is superior in the breastfed than in the artificially fed infant. In countries such as Bangladesh infants fed artificially are at least 14 times more likely to die from diarrhoea than are breastfed infants and 4 times more likely to die from prenumonia. It is estimated that breastfeeding through the lactational amenorrhoea method (LAM) prevents 6.5 births per reproductive life of a woman in Bangladesh. Breastfeeding help in bonding between mothers and infant, leads to better neurodevelopment resulting in 8.5 points higher intelligent quotient (IQ) than the artificially fed children. Breastfeeding prevents overian and breast cancer.

Breastfeeding situation in Bangladesh.

A great erosion in breastfeeding practices has taken place worldwide and also in Bangladesh. This was recorded at the time the campaign for the protection, promotion and support of breastfeeding was just beginning in 1989 in the country colostrum, by tradition, was largely discarded, prelacteal feeds were given to all newborn babies; initiation of breastfeeding by most mothers took place on the 3rd or 4th day; exclusive breastfeeding for 6 months was almost non existent; these was (and still is) high prevalence of bottle feeding even in the villages; unethical marketing of breast milk substitutes (BMS) is widespread; health care providers often prescribe BMS; many maternity centres feeding practices are such that they indirectly promote bottlefeeding; complementary feeding practices are unsatisfactory; there was withdrawal of breastfeeding during illnesses, specially during diarrhoea and acute respiratory infections. The above factors suggest that there are improper breastfeeding practices in the country. Since the campaign began, however, there have been considerable improvements but still there remains a long way to go to establish proper breastfeeding norms in the society.

World Breastfeeding Week (WBW) 1-7 August.

Every year since 1992, most nations in the world have been obersving world breastfeeding week from 1st to 7th August. World alliance for Breastfeeding Action (WABA) initiated this observance and is endorsed by WHO and UNICEF. Government of Bangladesh observes this week every year. The themes on which the WBW were observed in the last 6 years were : Baby Friendly Hospital Initiative; BMS code : making it to work; Breastfeeding for working women; Empowering women to breasfeed; Mother friendly workplace and Breastfeeding Protect environment.

World Breastfeeding Week theme 1998.

This year's theme for the WBW is BREASTFEEDING : The Best Investment. The theme is very appropriate in view of the current economic situation faced by many countries in the world particularly in Asia. The economic crisis has forced governments and families to take stock of the situation and pay attention to unnecessary expenditure and wastage of valuable resources. WABA terms breast milk as the natural solution to economic woes.

Even rich countries not affected by the economic crisis would be benefited in many ways such as in the over all human development aspects. This years theme BREASTFEEDING : The Best Investment centres around the economic aspects of breast milk. This years WBW goals are :

- Raise mass awareness on the databased economic benefit of breastfeeding and the high cost of bottle feeding.
- National level advocacy to consider breastfeeding as an economic development issue and help to include support for breastfeeding promotion programmes in the health and social welfare budget.

The economic benefits of breastfeeding :

Monetarily no one can pay the cost of breastfeeding. Yet breastfeeding can bring economic benefits to an individual family, health care facilities employers and nations. For families there are savings on the unnecessary spending on breast milk substitutes; savings on medical care through fewer consultations with doctors, less medicine purchase and on time caring for a sick child in preparation for bottle feeding such as to collect water, fuel cleaning and savings on cost of birth control methods. Health care facilities will save money by not purchasing BMS. Employers save more from greater productivity from among workers who breastfeed their infants. Breastfeeding protects the environment by reduced production, distribution and disposal of BMS and powder milk tins. A country often saves huge foreign exchange by importing less BMS. Breastfeeding reduces the disease burden of a nation and these saves money. I quote the summary of the economic value of breast milk in Bangladesh analysed by Iqbal Kabir of Health and Population office, World Bank office, Dhaka. "Annual production of breastmilk in Bangladesh is about 700 million liters. With proper breastfeeding practices, this amount would be further increased by 400 million liters. Thus the full potential is 1100 million liters in a year. This is more than the total amount of 837 million litters of milk marketed

Continued on page 16

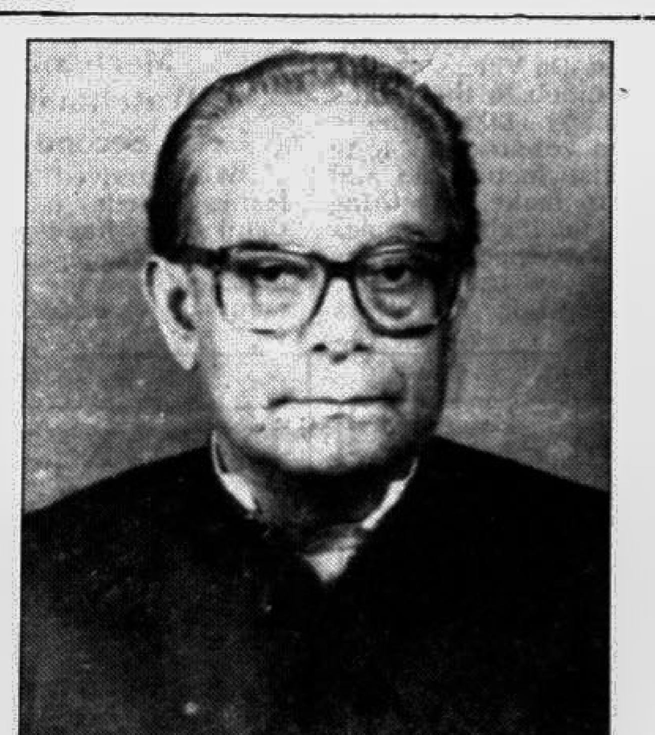

বাণী

মায়ের দুধ খাওয়ানো - শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে পালিত হতে যাচ্ছে ''বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ১৯৯৮''। মায়ের দুধের প্রকৃত মূল্য অর্থনৈতিক মূল্যায়নের উর্দ্ধে। তথাপি বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ '৯৮ উদযাপনের মাধ্যমে প্রকৃতির দান এ মায়ের দুধের অর্থনৈতিক উপকারীতা সর্বসাধারণের মাঝে আরো সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠবে। যা বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে এক বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

মায়ের দুধের সীমাহীন উপকারীতা বর্ণনাতীত। মায়ের দুধ শিশুর জীবনের শ্রেষ্ঠ সূচনা। শিশুর সুস্থ্য ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশে মায়ের দুধের ভূমিকা অপরিসীম। মায়ের দুধ একাধারে শিশুর পরিপূর্ণ পুষ্টি যোগায়, রোগ প্রতিরোধ করে এবং মায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে। তাই মায়ের দুধের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল কার্যক্রম অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। ইতোমধ্যে মায়ের দুধের পক্ষে প্রচারাভিযানে বাংলাদেশে বেশ কিছু উৎসাহ ব্যঞ্জক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন, মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেয়া, শিশুবান্ধব হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, কৃত্রিম শিশুখাদ্য বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রন আইন প্রনয়ণ, জাতীয় প্রচার মাধ্যমে কৃত্রিম শিশুখাদ্যের বিজ্ঞাপণ নিষিদ্ধকরণ, মা ও শিশুবান্ধব কর্ম পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ। এসব কর্মকান্ড মায়ের দুধের পক্ষে প্রচারাভিযানকে আরো গতিশীল করে তুলবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ'৯৮ উদযাপনে দেশব্যাপী যে ব্যাপক কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে আমি তার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

সালাহ উদ্দিন ইউসুফ
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মায়ের দুধ শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য সর্বোত্তম পুষ্টিকর এবং নিরাপদ খাবার । মায়েরদুধ পরিবার ও দেশের অশেষ কল্যাণ বয়ে আনে, মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করে এবং মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা করে । তাই শিশুকে মায়ের দুধ পান করানো জাতির জন্য 'শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ' । মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই এবং মায়ের দুধ পান করা প্রতিটি শিশুর অধিকার । প্রতিটি মায়েরও অধিকার রয়েছে সন্তানকে বুকের দুধ পান করানোর ।

বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে সপ্তম বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ (০১-০৭ আগষ্ট ১৯৯৮) পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত । এ সপ্তাহের কর্মসূচী সফল করতে হলে নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত শিশুকে শুধুমাত্র বুকের দুধ পান করানোর উপকারিতা সম্বন্ধে সমাজের সকল স্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে কর্মজীবী মা সহ সকল মা কর্মক্ষেত্রে ও অন্যত্র শিশুকে বুকের দুধ পান করানোর ব্যাপারে যথাযথ সমর্থন ও সহযোগিতা পেতে পারেন । আমাদের সরকার এ লক্ষ্যে মায়ের দুধের বিকল্প বাজারজাত করণের উপর বিধিনিষেধ সম্বলিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছে ।

আমি শিশুদের কল্যাণে গৃহীত বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করি ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

১লা - ৭ই আগষ্ট ১৯৯৮ বিশ্ব মাতদুগ্ধ সপ্তাহের মূল লক্ষ্য - মায়ের দুধের পক্ষে প্রচারাভিযান । বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে এ মহতী অভিযান পালিত হচ্ছে ।

মায়ের দুধ পৃথিবীতে আগত প্রতিটি মানব শিশুকে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের নিশ্চয়তা দেয় এবং রোগ - শোক - ব্যাধি থেকে রক্ষা করে । অথচ আমাদের শিশুরা জন্ম মূহুর্ত থেকে কৃত্রিম শিশু খাদ্যের নির্মম শিকার । মায়ের দুধ শিশুর জীবনে শ্রেষ্ঠ সূচনা এবং শিশু মৃত্যু রোধ করার প্রধান হাতিয়ার। মায়ের দুধ পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় অর্থনীতিতে ব্যাপক অবদান রাখে । সেজন্যই বিশ্বমাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ১৯৯৮ এর প্রতিপাদ্য বিষয় - ''মায়ের দুধ খাওয়ানো- শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ''।

বুকের দুধ খাওয়ানোর কৃষ্টি পুনরুদ্ধারে সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। হাসপাতালে জন্ম নেয়া শিশুরা যাতে সফলভাবে মায়ের দুধ খেতে পারে সেজন্য সরকার শিশুবান্ধব হাসপাতাল উদ্যোগ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে এবং এ উদ্যোগের বাস্তবায়ন খুবই উৎসাহব্যঞ্জক । এ উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে আজ বাংলাদেশে ১৮৪টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র (হাসপাতাল, মা-শিশু মঙ্গল কেন্দ্র, থানা স্বাস্থ্য প্রকল্প ও ক্লিনিক) শিশুবান্ধব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে। মায়েদের বুকের দুধ খাওয়ানোর সঠিক দিক নির্দেশনা দেবার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৫৮০৭ জন ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে । ফলে তাদের সহযোগিতায় বাংলাদেশের মায়েরা তাদের শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানোতে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করছেন ।

মায়ের দুধের শ্রেষ্ঠত্ব সযত্নে লালিত হোক - এই কামনা করি ।

মোহাম্মদ আলী
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

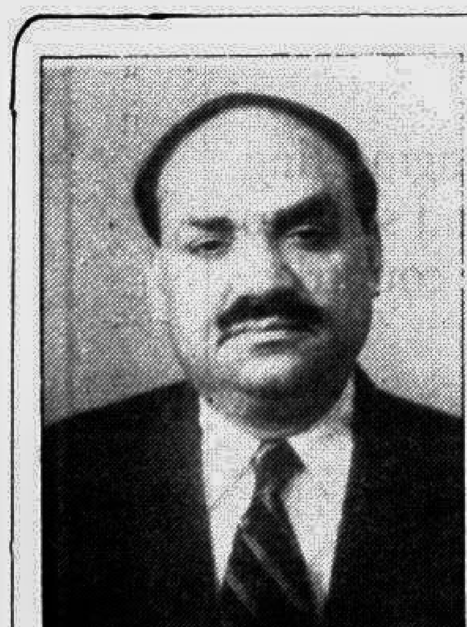

বাণী

মায়ের দুধ প্রাকৃতিক সম্পদ। মায়ের দুধকে শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ '৯৮ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে ''মায়ের দুধ খাওয়ানো- শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ'' প্রতিবছরের মতো এবারও বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ পালিত হচ্ছে এজন্য আমি আনন্দিত।

শিশুর প্রথম জীবনে সুস্থ্য ও সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার জন্য মায়ের দুধ একমাত্র আদর্শ ও পরিপূর্ণ খাবার । মায়ের দুধ একাধারে শিশুর পুষ্টি যোগায়, রোগ প্রতিরোধ করে । ফলে স্বাস্থ্য খাতে খরচ বাঁচায়, বুদ্ধি বাড়ায় এবং মায়ের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে ও পরিবার ও দেশের বিপুল পরিমান অর্থ, সময় ও অন্যান্য সম্পদের অপচয় রোধ করে । তাছাড়া মায়ের দুধ খাওয়া প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার । এ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে পরিবার, সমাজ, সরকার ও দেশের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। অপরদিকে আমদানীকৃত কৃত্রিম শিশুখাদ্য ব্যবহারের ফলে প্রচুর পরিমানে বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হয় যার বিনিময়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য উৎপাদনশীল কর্মসূচী প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হতো ।

আমি বিশ্বাস করি বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ '৯৮ উদযাপনের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে মায়ের দুধের অর্থনৈতিক মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে উঠবে যা মায়ের দুধ খাওয়ানোর রীতি সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সহায়তাদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে ।

পরিশেষে আমি বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ '৯৮ এর সকল কর্মসূচীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি ।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

অধ্যাপক ডাঃ এম, আমানউল্লাহ
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Courtesy: UNFPA United Nations Population Fund